নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|

**বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট**
**হাইকোর্ট বিভাগ**
**(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)**
**উপস্থিতঃ**

**বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল**

**ফৌজদারী রিভিশন নং ১৯৫/২০০৬**

তোফাজ্জল হোসেন

---- আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

--- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

**শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৩.০২.২০২৩।**

**বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ**

বিজ্ঞ দায়রা জজ, নীলফামারী কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং- ০৭/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

**আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।**

অপরদিকে রাষ্ট্র প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটনী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

**গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, নীলফামারী কর্তৃক জি, আর, মোকদ্দমা নং ১৩০/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.০৬.১৯৯৬ তারিখের রায়টি নিম্নে অনুলিখন হলোঃ**

*"নীলফামারী জেলার সদর থানাধীন ধোবাডাঁঙ্গা গ্রামের মৃত প্রায়ত বৈকুণ্ঠ রায়ের পুত্র শ্রী মানিক চন্দ্র রায় ২৫/২/৯৩ ইং তারিখ এই মর্মে নীলফামারী থানায় মৌখিকভাবে অভিযোগ করেন যে, ২৪/২/৯৩ তারিখ দিবাগত রাতে গরু গোয়াল ঘরে রাখিয়া ঘুমাইয়া ছিলেন। ভোর অনুমান সাড়ে চারটার দিকে প্রকৃতির*

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন যে, গোয়াল ঘরের তালা ভাংগা। ঘরে অনুমান দেড় হাজার টাকা মূল্যের কপালে চিৎ ওয়ালা কাল রং মাঝা বয়স গরু নাই। তাহার ছোট ভাই বিধান চন্দ্র রায়ের গোয়ালের দরজা ছুটানো তাহার ২টি এবং কাকাতো ভাই শ্রী দীনেশ চন্দ্র রায়ের গোয়াল ঘরের তালা ভাংগা এবং তাহারও ২টি গরু চুরি হইয়াছে। ৫টি গরুর আনুমানিক মোট মূল্য ১১,৭০০/= (এগার হাজার সাতশত) টাকা। প্রতিবেশী মাধব চন্দ্র রায় ও দীনেশ চন্দ্র রায় আসিয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। তাহারা সকলে বিভিন্ন দিকে খোঁজা খুজিতে বাহির হন। ২৫/২/৯৩ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১০ টার দিকে তাহার ছোট ভাই বিধান চন্দ্র রায় ডোমার থানাধীন সোনারায় হাটে জনৈক রিক্সা চালকের নিকট শুনিতে পান যে, ৫টি গরুসহ ২জন চোর ডোমার থানায় আটক আছে। বিধান চন্দ্র রায় ডোমার থানায় গিয়া গরুগুলি সনাক্ত করেন। স্থানীয় চিকনমাটি সাকিনের চৌকিদার $\frac{৮}{৭}$ জামিল ও ডোমার ইউনিয়নের মেম্বার মতিয়ার রহমান তাহাকে জানায় যে, সোনারায় হাটের নিকট ৫টি গরুসহ আসামী (১) সাইফুল ইসলাম পিং মৃত আজিজার রহমান সাং- পায়রাবন্দ থানা- জলঢাকা জেলা- নীলফামারী ও (২) তোফাজ্জল হোসেন পিং আজিরুদ্দিন মোল্লা সাং- কান্দনাথ পাড়া, থানা ও জেলা- জয়পুর হাটকে ধৃত করা হয় এবং তাহারা গরুগুলি চোরাই বলিয়া স্বীকার করে। তাহার (এজাহারকারীর) ছোট ভাই ডোমার হইতে গরুর সন্ধান করিয়া ফেরত আসিলে তাহার নিকট জানিয়া ও শুনিয়া অত্র মামলার এজাহার দায়ের করেন। ডোমার থানা কর্তৃপক্ষ কথিত মেম্বার ও চৌকিদারগণ কর্তৃক হাজির করা মতে অত্র মামলার উদ্ধারকৃত ৫ (পাঁচ) টি গরু জব্দ করে। এজাহারকারী নীলফামারী থানার মাধ্যমে গরুগুলি জিম্মায় গ্রহণ করেন। নীলফামারী থানার এস,আই মোঃ দবির উদ্দিন অভিযোগটি তদন্ত পূর্বক আসামী মোঃ দেলোয়ার হোসেন ওঃ দেলু মুন্সী পিং মৃত- ওঘর আলী সাং- সোনাহার থানা- দেবীগঞ্জ জেলা- পঞ্চগড়সহ এজাহার নামীয় ২ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দঃবিঃ ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারায় অত্র মামলার চার্জসীট দাখিল করেন। আসামী দেলোয়ার আদালতে হাজির হইয়া জামিনে মুক্তি লাভ করে এবং আবার পলাতক হয়। তাহার অনুপস্থিতিতে ফৌঃকাঃবিঃ ৩৩৯ (বি) (২) ধারা মোতাবেক এবং অপর ২জন আসামীর উপস্থিতিতে বিচারাদালতে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামী তোফাজ্জল হোসেন ও সাইফুল এর বিরুদ্ধে দঃবিঃ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারায় অভিযোগ গঠন পূর্বক শুনানো হইলে আসামীদ্বয় নিজেদের নির্দোষ দাবী করে ও বিচার চায়। আসামী দেলোয়ারের বিরুদ্ধে দঃবিঃ৪৫৭/৩৮০ ধারায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়। কিন্তু যে গরহাজির থাকায় তাহাকে চার্জ শুনানো যায় নাই। অত্র মামলায় বাদীপক্ষ মোট ৮ (আট) জন সাক্ষী হাজির করে। তাহাদের জেরা জবানবন্দিদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে আসামী দেলোয়ার পুনঃ হাজির হয়। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য সম্পাদনান্তে আসামীদের ফৌঃকাঃবিঃ ৩৪২ ধারা মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। আসামীরা সাক্ষ্য সাবুদের ভিত্তিতে নিজেদের সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবী করে কোন সাফাই সাক্ষ্য দেয় নাই। সংক্ষেপে আসামী পক্ষের* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *মামলা হইল। তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। কোন অপরাধ করে নাই উদ্দেশ্যে মূলকভাবে আসামীদের অত্র মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পরে আসামী তোফাজ্জল হোসেন পুনরায় পলাতক হয়। অপর ২জনের পক্ষে যুক্তিসমূহ শোনা হয়।*<br><br>***মামলার বিচার্য বিসয় সমূহ ঃ***<br><br>*১। মামলার কথিত দিন তারিখ ও সময়ে এজাহার কারী ও তাহার অপর ২ ভ্রাতার বাড়ীর গোয়াল ঘরের বন্ধ দরজা খুলিয়া /ছুটাইয়া অনুমান ১১,৭০০/=টাকা মূল্যের ৫ (পাঁচ) টি গরু চুরি যায় কি?*<br><br>*২। অত্র মামলার আসামী ৩ জন উক্ত ঘটনার সহিত জড়িত কি। এবং উক্ত কারনে তাহারা দঃবিঃ ৪৫৭/৩৮০ ধারার অপরাধ করিয়াছে কি?*<br><br>*৩। আসামী তোফাজ্জল ও সাইফুল ইসলাম বর্ণিত ৫টি চোরাই গরু চোরাই জানিয়াও নিজেদের দখলে রাখিয়া লইয়া যাওয়ার সময় ডোমার থানা এলাকায় ধরা পরে কি? এ জন্য তাহারা দঃবিঃ ৪১১ ধারার অপরাধ করিয়াছে কি?*<br><br>*৪। বাদীপক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সমূহ সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমান করিতে সমর্থ হইয়াছে কি?*<br><br>***বাদীপক্ষের সাক্ষ্য সমূহ আলোচনাঃ***<br><br>*সংক্ষিপ্ত বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গ্রহণ করা হইল।*<br><br>*বাদীপক্ষের ১ নং সাক্ষী এজাহারকারী শ্রী মানিক চন্দ্র তাহার জবানবন্দিতে তাহার এজাহার প্রদর্শনী আকারে স্বাক্ষর সহ সনাক্ত করিয়া পূর্ণ সমর্থন মূলক বক্তব্য পেশ করেন। তোমার থানা হইতে গরু জিম্মায় গ্রহণের কল্য উল্লেখ করে। সাক্ষ্য প্রদান কালে গরুগুলি তিনি আদালতের সম্মুখে হাজির করেন। জেরায় কোন গরু চুরি করিতে তিনি দেখেন নাই বলিয়া জানান। গরুগুলি কোথায় পাওয়া গিয়াছে তা তিনি দেখেন নাই। এজাহারে উল্লেখিত সাক্ষী মতিয়ার মেম্বারকে থানায় দেখিয়াছেন। আসামী সাইদুল ও তোফাজ্জলকে তিনি থানায় দেখেন না। আসামী সাইফুল সোনারায়ে তাহার খালাতো ভাই ইদ্রিস আলীর বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে তাহাকে সন্দেহ করা হয় কিনা তা তিনি জানেন না। আসামী দেলোয়ারের স্ত্রী তাহার এলাকার চেয়ারম্যান আলমগীরের বিরুদ্ধে পঞ্চগড় কোর্টে মামলা করার কারণে চেয়ারম্যান দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মিথ্যা অভিযোগ করার কথা তিনি অস্বীকার করেন।*<br><br>*২নং সাক্ষী বিধান চন্দ্র এজাহারকারীকে পূর্ণ সমর্থন করেন। গরু চুরি যাওয়ার পরের দিন খোজাখুজি কালে ডোমার থানায় চিকন মাটিতে গিয়া একজন রিক্সা ওয়ালার কাছে গরু সহ ২জন চোর ধরার কথা জানিয়া ডোমার থানায় গিয়া গরু সনাক্ত করেন এবং আসামী সাইদুল ও তোফাজ্জল কে দেখার কথা এজাহার* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *মোতাবেক পূর্ণ সমর্থন পূর্বক বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া তাহার দাদা (এজাহারকারী) ও দীনেশ সহ থানায় গিয়া এজাহার করেন। আলমগীর চেয়ারম্যান ও থানায় গিয়া ছিলেন।*<br><br>*জেরায় বলেন যে, বেলা ৮/৯ টার দিকে দীনেশ, ভবেশ সহ তিনটি সাইকেলে তিনি চিকনমাটিতে যান। সোনারায় চিকনমাটিতে খোজাকালে ৪/৫ জায়গায় আসেন। আলমগীর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পঞ্চগড়ে মামলা আছে কি না তাহা তিনি জানেন না। তাহার পরামর্শে মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টির কথা অস্বীকার করেন।*<br><br>*৩নং সাক্ষী দীনেশ চন্দ্র রায় ও ৪নং সাক্ষ্য সাধব চন্দ্র বাদীপক্ষের ৫টি গরু চুরি যাওয়ার কথা সমর্থন করেন। তাহারা থানায় যান নাই। তাহাদের (সাক্ষী) কোন জেরা করা হয় নাই।*<br><br>*৫নং সাক্ষী জসিম উদ্দিন জব্দ তালিকার সাক্ষী। তিনি বলেন যে, সাক্ষী নুরুল ২৫.০২.৯৩ তারিখ ৫ টি গরু ধরেন। সকাল অনুমান ১০ টার দিকে নুরুল তাহাকে ডাকেন। তিনি গিয়া ৫টি গরু ও ২ জন চোর দেখেন। তিনি মেম্বার মতিয়ার রহমানকে সংবাদ দেন। মেম্বার আসার পর বেলা অনুমান ২/২-৩০ টায় ডোমার থানায় গরু ও ধৃত চোরদের থানায় দিলে জব্দ তালিকা হয়। জব্দ তালিকায় তিনি দস্তখত করেন। তিনি জব্দ তালিকা ও উহাতে তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। জেরায় বলেন যে, গরু ধরার ৪/৫ ঘন্টা পর তিনি সেখানে যান। আসামী সাইফুলের হাতে গরু পায় নাই বলিয়া শুনিয়াছেন। সে সেখানে ছিল। আরও অনেককে সন্দেহ করিয়া ছিল। তিনি আসামীদের চিনিতেন না। গরু ধরার পরে চিনেন। মিথ্যা সিজারলিষ্ট করার কথা তিনি অস্বীকার করেন।*<br><br>*৬নং সাক্ষী নুরুল ইসলাম তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, ২৫/২/৯৩ তারিখ সকাল ৬ টার সময় আসামী তোফাজ্জল ৫টি গরু লইয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাকে সাশাইয়া গরু কোথায় লইয়া যাইতেছেন তাহা জানিতে চান। সে একবার বলে যে, পাশা যাবে আবার একবার বলে যে, মট্টকপুর যাবে। এক এক বার এক এক কথা বলে। ইতোমধ্যে সেখানে অনেক লোক জমায় হয়। মোতালেব, ফজল, ওসমান ছিল সেখানে আসামী সাইফুল ও ছিল। তিনি চৌকিদারকে খবর দেন। মতিয়ার মেম্বারকে ডাকা হয়। সকলে মিলে ৫টি গরু সহ আসামী তোফাজ্জল ও সাইফুলকে ডোমার থানায় জমা দেন। সেখানে দারোগা সিজারলিস্ট তৈরি করেন। তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন। তিনি সিজারলিষ্ট ও উহাতে তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। সিজকৃত গরুগুলি আদালত প্রাঙ্গনে হাজির আছে বলিয়া জবানবন্দী করেন। জেরায় বলেন যে, ৫টি গরু। গরু ২$\frac{১}{২}$ টার দিকে থানায় লইয়া যান। গরু আসামী তোফাজ্জলের হাতে পান।*<br><br>*আসামী সাইফুলের হাতে গরু পাওয়া যায় নাই। গরু ধরার ৪/৫ ঘন্টা পরে লোকজনের মধ্যে সাইফুলকে দেখেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক কোন উত্তর দিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করা হয়। আসামী তোফাজ্জলকে* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *তিনি আগে হইতে চিনিতেন না। আসামী সাইফুল পথচারী এবং সে আত্মীয় বাড়ী যাওয়ার কথা অস্বীকার করেন। সাক্ষী আনছার ও ভিডিপি'র সদস্য। তাহার বাড়ী হইতে সোনারায় হাট অনুমান ২ মাইল দূরে। রাত ১২ টা থেকে ভোর ৫/৬ টা পর্যন্ত তিনি ডিউটি করেন। গরু ধরার সময় ফজল, ওসমান মোতালেব সহ বহুলোক সেখানে ছিল।*<br><br>*২৫/০২/৯৩ তারিখে ডোমার থানায় কর্মরত এস,আই মোঃ নূরুল ইসলাম (pw-7) বলেন যে, ঐদিন ১৪-৩০ মিঃ সাক্ষী নূরুল ইসলাম সাথে ফজল সংলু চৌকিদার, জসিম উদ্দিন, ডোমার ইউ,পি সদস্য মতিয়ার রহমান ৫টি চোরাই গরুসহ আসামী সাইফুল ইসলাম ও তোফাজ্জল হোসেনকে ডোমার থানায় জমা দেন। তিনি চোরাই সন্দেহে গরুগুলি জব্দ করেন এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ডোমার থানার জি,ডি নং-৬৭১ তাং ২৫/২/(অস্পষ্ট) আসামীদের ফৌঃকাঃবিঃ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করিয়া পার্শবর্তী থানা সমূহে বেতারবার্তা প্রেরণ করেন। তিনি তাহার কৃত জব্দ তালিকা সনাক্ত করেন। আদালত প্রাংগনে হাজির গরুগুলি তিনি জব্দ করেন বলিয়া বর্ণনা সহ সনাক্ত করেন।*<br><br>*জেরার জবাবে বলেন যে, বাদী থানায় (ডোমার) হাজির ছিল না। ডোমার থানায় কোন এজাহার ছিল না। আসামীদের গরু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। তাহারা গরুর কোন কাগজপত্র দেখাইতে পারেন নাই ইহাতে বুঝিয়াছেন যে, গরুগুলি চোরাই। গরু সীজ না লওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেন। বাদীপক্ষের ৮ নং সাক্ষী নীলফামারী থানার মামলা তদন্তকারী দারোগা মোঃ দবির উদ্দিন বলেন যে, ২৫/০২/৯৩ ইং তারিখ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম,কিউ সিদ্দিকী বাদীর মৌখিক জবানবন্দী অনুযায়ী এজাহার রেকর্ড করিয়া তাহাকে তদন্তভার অর্পন করেন। তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার রেকর্ডকৃত এজাহার প্রদর্শনী আকারে সনাক্ত করেন। তদন্তকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। চোরাই উদ্ধার গরু বাদীর জিম্মায় প্রদান করেন। তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ৩ (তিন) জন আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলার চার্জসীট দাখিল করেন। জেরায় বলেন যে, গরু গুলি তিনি জব্দ করেন নাই। ডোমার থানায় পুলিশ জনগণের সহযোগিতায় উদ্ধার করেন। তিনি ধোপাডাঙ্গাঁর মাধব চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রকে ঐ দিনই পরীক্ষা করিয়াছেন। উদ্ধারকৃত গরু শ্রী মানিক চন্দ্রের জিম্মায় দিয়েছেন। তিনি এস,আই নূরুল ইসলাম (ডোমার থানার) জসিম উদ্দিন। সদস্য মতিয়ার রহমান, নূরুল ইসলামদের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন। সঠিকভাবে তদন্ত না করার কথা অস্বীকার করেন।*<br><br>*সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের কারণঃ*<br><br>*অত্র মামলায় প্রাপ্ত সাক্ষ্য সাবুদ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১,২,৩ ও ৪ নং সাক্ষীদের বক্তব্য অনুযায়ী ২৪/২/৯৩ তারিখ দিবাগত রাত যেকোন সময়ে বাদী ও তাহার ভ্রাতাদের গোয়ালঘর হইতে বিভিন্ন বর্ণনায় ৫ (পাঁচ) টি গরু চুরি যায় তাহা সত্য। চুরি করিতে কেহ দেখে নাই। চুরি করার* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *বিষয়ে কাহাকেও তাৎক্ষনিক ভাবে সন্দেহ করে নাই। চুরি করার বিষয়ে কোন আসামী আইন সিদ্ধভাবে স্বীকারোক্তিও করে নাই। কাজেই দঃবিঃ৪৫৭/৩৮০ ধারার অভিযোগ সমূহ সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত ধারা সমূহের চার্জ হইতে আসামীরা খালাস পাওয়ার হকদার।*<br><br>*দঃবিঃ ৪১১ ধারার অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাক্ষী নং ৬ নূরুল ইসলাম ভিডিপি সদস্য ২৫/২/৯৩ তারিখ সকাল ৬টায় গরু সহ যাওয়ার সময় আসামী তোফাজ্জলকে সন্দেহ জনক ভাবে আটক করেন। তাহার সন্দেহের ভিত্তি হইল সে এক এক বার এক এক কথা বলে। ৫ নং সাক্ষী জসিম উদ্দিন নূরুল ইসলাম কর্তৃক গরু ধরার কথা পূর্ণ সমর্থন করেন। উক্ত সাক্ষীদ্বয়ে জেরা ও জবানবন্দীতে প্রতীয়মান হয় যে, আসামী সাইফুল ইসলাম গরুর সাথে ছিল না। গরু ধরার পরে সমবেত লোকের মধ্যে আসিয়া যে জমা হয়। সে স্থানীয় লোক নয়। তাহাকে সন্দেহ করিয়া ধরা হয়। আসামী দেলোয়ার তদন্তকালে c/s এ যুক্ত আসামী। সে ও স্থানীয় লোক নয়। ভিন্ন এলাকার লোক সেখানে সমবেত হওয়ার কারনে তাহাদের অত্র মামলায় সম্পৃক্ত করা হইয়াছে। এমনটি ছাড়া আসামী দেলোয়ার ও সাইফুলদের বিরুদ্ধে চুরি বা চোরাই গরু জানিয়া শুনিয়া নিজেদের দখলে রাখার বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আসে নাই। এমতাবস্থায় তাহাদের তাহাদের বিরুদ্ধে দঃবিঃ ৪১১ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত নহে। বিধায় প্রসিকিউশন পক্ষের এই আকাখর্নেতার বেনিফিট উক্ত আসামীদ্বয়ের পক্ষে যাইবে। আসামী তোফাজ্জল ৫টি গরু সহ যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকদের (VDP) হাতে ধরা পরিয়াছে। গরুগুলি প্রাপ্তি বিষয়ে তাহার নিকট কোন কাগজ পত্র ছিল না। রেকর্ড যাচাই করিলে দেখা যায় যে, আসামী তোফাজ্জল-এর বাড়ী জয়পুরহাট জেলায়। ঘটনাস্থল নীলফামারী জেলায়, নীলফামারী সদর থানায়। গরু লইয়া যাইতে ছিল নীলফামারী হইতে ডোমার থানার দিকে যাহা তাহার বাড়ী হইতে বিপরীত দিকে। কিন্তু গরুসহ তাহার এই যাত্রার বিষয়ে আসামীপক্ষের মামলায় কোন বক্তব্য পাওয়া যায় নাই। গরুগুলি চুরি হইয়াছে। উদ্ধার হইয়াছে। ডোমার থানায় গিয়া বাদীপক্ষ গরু সনাক্ত করিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। কাজেই আসামী তোফাজ্জল তাহার জ্ঞাতসারে চোরাই গরু লইয়া যাইতে ছিল। তাহা প্রমাণিত। যদিও ২নং সাক্ষী সকাল ৮/৯ টার দিকে চিকন মাটি গিয়া থানায় আসামী সহ গরু ধরা ও জব্দ তালিকার মধ্যে সময়ের কিছুটা হেরফের পরিলক্ষিত হয়। তথাপি গরুসহ আসামী ধৃত হওয়ার মুখ্য বিচার্য বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবের বিপরীত অনুমান করার সংগত করেন সৃষ্টি হয় নাই। তাহাছাড়া আসামী তোফাজ্জল জামিনে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ পলাতক হইয়াছে বলিয়া রেকর্ড দেখা যায়। মামলার শেষ পর্যায়েও সে পলাতক। তাহার এই আচরণ মামলায় প্রেক্ষাপটের যাইলে বিচার বিশ্লেষণ করিলে তাহার দুষ্ট মনের পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়। কাজেই বাদি পক্ষের প্রাপ্ত সাক্ষ্য সাবুদ বিশ্লেষণ পূর্বক আদালত এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, বাদীপক্ষ আসামী তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে দঃবিঃ৪১১ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান আইনসিদ্ধ ও* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|

*খুবই যুক্তিযুক্ত তাহার এই শাস্তির পরিমান ৫ টি চোরাই গরু জ্ঞাতসারে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে নিজ দখলে রাখার সহিত তুলনামূলকভাবে নির্ধারণ যোগ্য।*

*আসামী তোফাজ্জল দঃবিঃ ৪৫৭/৩৮০ ধারা এবং আসামী সাইফুল ইসলাম দঃবিঃ ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারার অভিযোগ হইতে উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণ মতে খালাস পাওয়ার হকদার এবং আদালত তদরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং আদেশ হয় যে,*

*আমি আসামী মোঃ তোফাজ্জল হোসেন পিং মজিরুদ্দিন মোল্লা সাং- কাদোয়া চকপাড়া থানা ও জেলা-জয়পুর হাটকে দঃবিঃ ৪১১ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ্য করিলাম এবং ফৌঃকাঃবিঃ ২৪৫ (২) ধারা মোতাবেক ২ (দুই) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ২০০/= (দুই শত) টাকা জরিমানা করিলাম। জরিমানা অনাদায়ে আরও একমনে কারাদন্ড ভোগ করিবে। আসামী গ্রেফতারের পর হইতে তাহার সাজা কার্যকর হইবে।*

*আমি আসামী তোফাজ্জল হোসেন, দেলোয়ার হোসেনকে দঃবিঃ ৪৫৭/৩৮০ এবং আসামী সাইফুল ইসলামকে দঃবিঃ ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারার অভিযোগ হইতে নির্দোষ সাব্যস্ত করিলাম এবং ফৌঃকাঃবিঃ ২৪৫(১) ধারা মোতাবেক বেকসুর খালাস প্রদান করিলাম।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*
*২৩.০৬.৯৬*
*১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত,*
*নীলফামারী।''*

**গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ দায়রা জজ, নীলফামারী কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-০৭/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩১.০১.০৬ তারিখের রায়টি নিম্নে অনুলিখন হলোঃ**

*''অদ্য দাখিল হইল। রেজিষ্ট্রিকৃত করা হউক। সাজাপ্রাপ্ত আসামী নীলফামারী জেলার বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম সরদার এর কোর্টের। জি, আর, ১৩০/৯৩ ধারা ৪৫৭/৩৮০/৪১১ দঃ বিঃ মামলাটির গত ২৩.০৬.৯৬ ইং তারিখের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪০৮ ধারায় অত্র ত্রিঃ আপীল মামলাটি দাখিল করে। অত্র ক্রিঃ আপীল মামলাটি ০৯ বৎসর ০৭ মাস ০৭ দিন তামাদিতে দাখিল হয় কিন্তু তামাদি মওকুফের আবেদন আছে। বিজ্ঞ পি, পি, অবগত আছেন। অদ্য মামলাটি গ্রহনীয় বিষয়ক শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হইল। গ্রহনীয় বিষয়ের উপরে শুনিলাম এবং ফিরিস্তিতে দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলাম। দাখিলী কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সাজাপ্রাপ্ত আসামী-আপীলকারী মোঃ তোফাজ্জল হোসেন বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, নীলফামারী আদালতের জি, আর, ১৩০/৯৩ নং মামলার ২৩.০৬.১৯৯৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ক্রিমিনাল আপীল মামলাটি আনয়ন করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট ২৩.০৬.১৯৯৬ তারিখের প্রদত্ত রায়ে আসামী আপীলকারী মোঃ তোফাজ্জল হোসেনকে দন্ডবিধি ৪১১ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে ২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০০/- (দুইশত) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ (এক) মাস কারাদন্ড প্রদান করেন এবং রায় প্রদানের দিন আসামী*


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|

*পলাতক ছিল। আপীলকারী জামিনের দরখাস্তের ৩নং দফায় উল্লেখ করেন যে, ''আপীলকারী আসামী লোক মারফৎ মোকদ্দমার সংবাদ পাইয়া জানিতে পারেন যে মোকদ্দমার সকল আসামী নির্দোষ হিসাবে খালাস হইয়াছে। সে কারনে আসামী-আপীলকারী আর মোকদ্দমার কোন খবর লয়েন নাই।'' আসামী-আপীলকারী বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের ২৩.০৬.৯৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অদ্য অত্র আপীল মামলাটি আনয়ন করায় এবং তামাদি খন্ডনের দরখাস্ত দাখিল করায় অত্র ক্রিমিনাল আপীল মামলাটি গ্রহণ করা গেল না।*

*আমার কথামত লিখিত ও সংশোধিত।*

*স্বাঃ/-অস্পষ্ট*
*দায়রা জজ, নীলফামারী।*
*৩১.০১.০৬*

*স্বাঃ/-অস্পষ্ট*
*দায়রা জজ, নীলফামারী।*
*৩১.০১.০৬।''*

**গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৬.০২.৯৩ তারিখের আদেশটি নিম্নে অনুলিখন হলোঃ**

''নীলফামারী থানার মামলা নং ৮ তারিখ ২৫.০২.৯৩ ধারা ৪৫৭/৩৮০/৪১১ দঃ বিঃ আইন সংক্রান্তে উপরোক্ত মামলার আসামী (১) সাইফুল ইসলাম, পিতা-মৃতঃ আজিজার রহমান, সাং-পায়রাবন্দ, থানা-জলঢাকা, জেলা-নীলফামারী (২) তোফাজ্জল হোসেন পিতা মুজিরুদ্দীন মোল্লা, সাং কান্দনাথ পাড়া, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট এর বিরুদ্ধে নীলফামারী থানা হইতে প্রাথমিক তথ্য বিবরনী পাওয়া গেল।

দেখলাম।

তাং ২৭.০৩.১৯৯৩।

স্বা/-অস্পষ্ট''

**গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৮.০২.৯৩ তারিখের আদেশটি নিম্নে অনুলিখন হলোঃ**

'' উপরোক্ত মামলার আসামী (১) সাইফুল ইসলাম, পিতা-মৃতঃ আজিজার রহমান, সাং-গড়ধর্ম পাল, থানা-জলঢাকা, জেলা-নীলফামারী (২) তোফাজ্জল হোসেন পিতা মহির উদ্দিন, সাং কাদোরা চকপাড়া, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট কে ডোমার থানার পুলিশ কাঃ বিঃ ৫৪ ধারা মোতাবেক গ্রেফতার করিয়া গত ২৭.০২.৯৩ তারিখ আদালতে প্রেরণ করিয়াছে। আসামীরা বর্তমানে জেল হাজতে আটক আছে। তদন্তকারী অফিসার উক্ত আসামীদের অত্র মামলায় পুনঃ গ্রেফতার দেখানোর জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

দেখলাম।

আসামীদের পুনঃ গ্রেফতার দেখানোর অনুমতি দেওয়া গেল।

C/W issue করা হউক।

তাং (অপাঠ্য)

স্বা/-অস্পষ্ট''

জব্দ তালিকার সাক্ষী জসিম উদ্দিন চৌকিদার পি,ডব্লিউ-৫ হিসেবে তার জবানবন্দিতে

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | বলেন যে, *"২৫.০২.৯৩ তারিখ নুরুল ৫টি গরু ধরে। সকাল অনুমান ১০ টার সময়। নুরুল আমাকে ডাকে। আমি গিয়ে ৫টি গরু দেখি। গরুর (অপাঠ্য))। ২জন চোর দেখি। আমি মেম্বার আতিয়ার রহমানকে সংবাদ দেই। মেম্বার আসার পর অনুমান ২ঃ০০-২ঃ৩০ টার সময় ৫টি গরু এবং দুইজন চোরকে নিয়ে ডোমার থানার জমা দেই। দারোগা সাহেব গরুগুলো সিজ করে সিজার লিষ্ট তৈরি করে। আমি সিজার লিষ্ট স্বাক্ষর করেছি। এই সেই সিজার লিষ্ট। উহাতে এই আমার স্বাক্ষর। প্রদর্শনী-২। উদ্ধারকৃত ৫টি গরু আদালতে হাজির আছে।*<br><br>*জেরাঃ গরু উদ্ধার ৪/৫ ঘন্টা পর। আমি সেখানে যাই। আসামী সাইফুলের হাতে গরু পায়নি বলে শুনেছি। সে সেখানে ছিল। আরো অনেককে সন্দেহ করেছিল। আমি তাদের চিনিনা। বহু লোক ছিল। আসামী সাইফুলকে সন্দেহ করে থানায় নিয়ে যাই। এই কথা দারোগা সহেবকে বলেছি। আমার কাছে তার কোন আত্মীয় আসেনি। সত্য নয় যে, অপরিচিত লোক হিসেবে তাকে সন্দেহ করেছে। কে গরু ধরেছে তা দেখিনি। আমাকে নুরুল ইসলাম ডেকে নিয়ে গেছে। তার সাথে আর কেউ ছিলনা। কাছেই বাড়ি। আতিয়ার রহমানকে আমি ডেকে আনি। থানায় যাই আমি নুরুল ইসলাম এবং আতিয়ার রহমান। আসামীদের চিনিনা। গরু ধরার পর আসামীদের চিনি। দানু আমাদের চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানকে জানাইনি। সিজার লিষ্টে মেম্বার সই করেছে। সত্য নয় যে, গরু সিজ হয়নি। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।"*<br><br>নুরুল ইসলাম পি,ডব্লিউ-৬ হিসেবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, *"২৫.০২.৯৩ তারিখ সকাল ৬টার সময় রাস্তা দিয়া আসামী তোফাজ্জল ৫টি গরু নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে দাড় করে বলি " গরু নিয়া কোথায় যাচ্ছ" সে বলে দালা যাবে। আর একবার বলে মুটকপুর যাবে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলে। ইতিমধ্যে সেখানে বহুলোক জমা হয়। তাদের মধ্যে মোতালেব, ফজল, ওসমান ছিল। সেখানে সাইফুলও ছিল। আমি চৌকিদারকে খবর দেই। আতিয়ার মেম্বারকে ডাকা হয়। সকলে মিলে গরু ৫টি ও আসামী তোফাজ্জল ও সামছুলকে নিয়ে ডোমার থানায় যাই। সেখানে দারোগা সাহেব গরুগুলি সিজ করে। সিজার লিষ্টে আমার স্বাক্ষর নেয়। সিজকৃত গরুগুলি আদালতের প্রাঙ্গনে হাজির আছে। এই সেই সিজার লিষ্ট। উহাতে এই আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ২/২।"*<br><br>*জেরাঃ ৫টি গরু। ২টার দিকে থানায় নিয়ে যাই। গরু তোফাজ্জলের হাতে পাই। সাইফুলের হাতে গরু পাওয়া যায়নি। গরু ধরার পর ৪/৫ ঘন্টা পরে লোকজনের মধ্যে আসামী সাইফুলকে দেখি। তাকে জিজ্ঞাসা করলে কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেনি (অপাঠ্য) তাকে সন্দেহ করে নিয়ে যাই। সত্য নয় যে, সে একজন (অপাঠ্য) । সত্য নয় যে, কাইয়ুম তার আত্মীয়ের বাড়ি গিয়াছিল। তার আত্মীয়েরা এসেছিল। আমি তোফাজ্জলকে আগে থেকে চিনিনা। আমার বাড়ি থেকে ২ মাইল দুরে ডোমারার হাট। আমি আনছার VDP । আমি রাত ১২টা থেকে ভোর ৫/৬ টা পর্যন্ত ডিউটি করি। সেখানেই বাড়ি। এই প্রথমেই সাক্ষী দিতে এসেছি। গরু ধরার সময় বহুলোক ছিল। সবার নাম বলতে পারব। সিরাজুল, রিয়াদদ, মনা, রাসেদ, কাজল, গুরুদাস, মোতালেব ছিল। থানায় যাই আমি, চৌকিদার জসীমউদ্দিন, মেম্বার মতিয়ার রহমান।* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | ***সত্য নয় যে, ৬টি গরু ছিল। ৫টি গরু। ৪টি গাই গরু ও ১টি বাচি গরু। আমি জানতামনা যে, গরুর মালিক কে? সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয় যে, আসামীর কাছে কোন গরু পাওয়া যায়নি।***<br><br>***পি,ডব্লিউ-৭ মোঃ নূর ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, "২৫.০২.৯৩ তারিখ ডোমার থানায় S.I. হিসেবে কর্মরত ছিলাম। ঐদিন ১৪-৩০ মিঃ সময় সাক্ষী নুরুল ইসলাম, কাজল, সংলু, চৌকিদার জসীম উদ্দিন, ডোমার ইউপি সদস্য আতিয়ার রহমান ৫টি চোরাই গরুসহ আসামী সাইফুল ইসলাম, তোফাজ্জল হোসেনকে ডোমার থানায় হাজির করে। আমি ৫টি গরু চোরাই সন্দেহে জব্দ করে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন করি। ডোমার থানায় একটি জিডি করি। জিডি নং ৬৭১ তাং ২৫.০২.৯৩। আসামীদের কাঃ বিঃ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে চালান দেই। পাশ্ববর্তী থানা সমূহে বেতার বার্তা প্রেরন করি। এই সেই সিজার লিষ্ট প্রদঃ- ইহাতে এই আমার স্বাক্ষর। আমি যে গরু জব্দ করি সেই গরু আদালতের প্রাঙ্গনে হাজির আছে। দেখেছি। ১) ১টি সাদা গাই গরু। বয়স ২ দাঁত, শিং ছোট। ২) ১টি স্বেতী দাগে গাঁই গরু। বয়স ৪ দাঁত শিং ছোট। ৩) ১টি লাল কাল রং এর গাঁই গরু বয়স বুড়া, শিং ছোট। ৪) ১টি মাটিয়া রং এর বাচি গরু। বয়স দাঁত। শিং নাই। ৫। ১টি লাল বাচ্চি গরু।"***<br><br>***জেরাঃ থানায় কোন এজাহার ছিলনা। বাদী থানায় হাজির ছিলনা। আসামীদের গরু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তারা (অপাঠ্য) কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। তারা কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। এতে বুঝেছি যে গরুগুলি তারা চুরি করেছে। সন্দেহে সীজ করেছি। গরু আনার সময় ৮/৯ জন লোক ছিল। সিজার লিষ্টে ৩ জন লোকের স্বাক্ষর নিয়েছি। বাকি লোকের সই নেয়া প্রয়োজন মনে করিনি। তাদের নাম জিজ্ঞাসা করেছি। সত্য নয় যে, গরু সিজ হয়নি। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।***<br><br>৫টি গরু কিভাবে উদ্ধার হল, কে উদ্ধার করল এবং এই আসামীদেরকে কে ধৃত করল এ প্রসঙ্গে সাক্ষী পি,ডব্লিউ-৬ নুরুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ***"বিগত ইংরেজী ২৫.০২.৯৩ তারিখ সকাল ৬টার সময় রাস্তা দিয়ে আসামী তফাজ্জল ৫টি গরু নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের দাড় করে বলি গরু নিয়ে কোথায় যাচ্ছ সে বলে দামা যাবে। আর একবার বলে মটুকপুর যাবে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলে। ইতিমধ্যে বহু লোক জরো হয়। তাদের মধ্যে মোতালেব, ফজল, ওসমান ছিল। আমি চৌকিদারকে খবর দেই। আতিয়ার মেম্বারকে ডাকা হয়। সকলে মিলে ৫টি গরু ও আসামী তোফাজ্জল ও সামছুলকে নিয়ে ডোমার থানায় যাই। সেখানো দারোগা সাহেব গরুগুলি সিজ করে। সিজার লিষ্টে আমার স্বাক্ষর নেয়।"***<br><br>উপরিল্লিখিত জবানবন্দি মোতাবেক সাক্ষী নুরুল ইসলাম বলছেন যে, রাস্তা দিয়ে আসামী তফাজ্জল ৫টি গরু নিয়ে যাচ্ছে সকাল ৬ টার সময়। কিন্তু এই রাস্তাটি কোথায় তা তিনি |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | পরিস্কার করেননি। তাহলে যে ঘটনাস্থল থেকে অত্র আসামী এবং গরুগুলোকে আটক করা হল সে স্থানটি কোথায় তা সমস্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ অত্র মোকদ্দমায় ঘটনাস্থল নেই।<br><br>এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হল নুরুল ইসলাম কর্তৃক ৫টি গরু এবং আসামী তফাজ্জলসহ সাইফুলকে আটকের বিষয়টি তিনি বলছেন বহু লোক দেখেছেন তাদের মধ্যে মোতালেব, ফজল ও উসমান এর নাম তিনি বলেছেন। কিন্তু প্রসিকিউশন পক্ষ উল্লেখিত মোতালেব, ফজল ও উসমানকে আদালতে উপস্থিত করতে পারে নাই। অর্থাৎ নুরুল ইসলাম যে বিগত ইংরেজী ২৫.০২.৯৩ তারিখে সকাল ৬ ঘটিকায় অত্র আসামীকে ৫টি গরুসহ ধরেছেন তৎবিষয়ে নুরুল ইসলাম ব্যতিত কোন চাক্ষুস সাক্ষী নেই।<br><br>সাক্ষী জসিম উদ্দিন তিনি তার জেরায় বলেছন গরু উদ্ধারের ৪/৫ ঘন্টা পর আমি সেখানে যাই। অর্থাৎ এই সাক্ষীর সম্মুখে গরু উদ্ধার হয়নি। পি,ডব্লিউ-৩ গিরিশচন্দ্র তিনি তার জবানবন্দিতে বলেছেন তিনি চোরদেরকে দেখেন নাই এবং এজাহারের সময় তিনি থানায় যাননি। পি,ডব্লিউ-৪ মাদব চন্দ্র রায় টেন্ডার, পি,ডব্লিউ-২ বিধান চন্দ্র তিনি তার জবানবন্দিতে বলেছেন তিনি ডেমরা থানায় গিয়ে গরুগুলো সনাক্ত করেন এবং জবানবন্দিতে আরও বলেন যে, দাদা আমি ও গিরিশচন্দ্র এজাহার করি। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বলেন এজাহার করার সময় আমি থানায় আসি নাই। পি,ডব্লিউ-১ মানিকচন্দ্র তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিধান থানায় গিয়ে গরু সনাক্ত করে। বাড়ী এসে জানায়। তিনি জবানবন্দিতে আরও বলেন যে, আমি থানায় এসে এজাহার করি। এজাহারে সহি দেই। অর্থাৎ তিনি গরুসহ আসামীদের ধরতে দেখেন নাই।<br><br>জব্দ তালিকায় ৫টি গরু জব্দ করার কথা বলা আছে। কিন্তু জব্দ করার স্থান বলা আছে " মেম্বার চৌকিদারগন কর্তৃক হাজির করা মতে থানায়।" অর্থাৎ গরুগুলি জব্দ করার স্থান সংশ্লিষ্ট থানায়।<br><br>বিজ্ঞ অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, নীলফামারী বিগত ইংরেজী ২৬.০২.১৯৯৩ তারিখের আদেশ নামা মোতাবেক বিজ্ঞ আদালত, নীলফামারী থানার মামলা নং ০৮ তারিখ ২৫.০২.৯৩ এর প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে আসামীদের গ্রেফতার বিষয়ে কোন বক্তব্য নাই। পরবর্তীতে বিগত ইংরেজী ২৮.০২.৯৩ তারিখের আদেশ হতে দেখা যায় যে, অত্র আসামীদেরকে বিগত ইংরেজী ২৭.০২.৯৩ তারিখে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার পূর্বক আটক করা হলে অত্র মামলায় পুনঃ গ্রেফতার দেখানোর প্রার্থনা করেন।<br><br>বিগত ইংরেজী ২৫.০২.৯৩ তারিখে অত্র আসামীকে থানায় গরুসহ হাজির করে গ্রেফতার করা হল অত্র আসামী কিভাবে ডোমার থানা কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৭.০২.১৯৯৩ তারিখ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার হয়। এতে এটি স্পষ্ট যে, প্রকৃতপক্ষে অত্র আসামীর বিরুদ্ধে বিগত ইংরেজী ২৫.০২.৯৩ তারিখের এজাহার একটি মিথ্যা এজাহার। অত্র আসামীকে মিথ্যাভাবে ফাসানোর জন্য এজাহারকারী অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সার্বিক পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট যে, অত্র আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমাটি প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমান করতে সক্ষম হন নাই। আসামী- |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমার দায় হতে খালাস পেতে হকদার। অত্র রুলটি চুড়ান্ত হওয়ার যোগ্য।<br>অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো।<br>বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী কর্তৃক জি, আর, মোকদ্দমা নং-১৩০/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.০৬.১৯৯৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিজ্ঞ দায়রা জজ, নীলফামারী কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ০৭/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল।<br>আসামী-দরখাস্তকারীকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো।<br>অত্র মোকদ্দমায় এজহার দাখিল, গ্রহণ এবং তদন্তে ব্যাপক অবহেলা, অনিয়ম ও অন্যায় হয়েছে প্রতীয়মান। অপরদিকে বিজ্ঞ বিচারিক ও আপীল আদালতও গতানুগতিক ভাবে রায় প্রদান করেছেন। সাক্ষ্য ও নথী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনে উভয় আদালত চরম অবহেলা ও অনিয়ম করেছেন যা বিচারক সুলভ নয়।<br>অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।<br>অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশের প্রত্যেক থানার সকল এজাহার গ্রহণকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদেরকে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।<br>অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial Administration Training Institute (JATI)-তে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।<br>অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।<br><br>(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল) |